সপ্তম অধ্যায়

পাপের দমন

(The Restraint of Sin)

মানুষের পাপে পতনের ফলস্বরূপ তাঁর আচরণের উপর যে বিধ্বংসী প্রভাব পড়েছে, সে বিষয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। প্রথমে আমরা দেখেছি, মানুষকে ঈশ্বরের যে প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা কীভাবে বিকৃত বা কলুষিত হয়েছে। এরই পরিণামস্বরূপ, ব্যক্তি মানুষ এখন ঈশ্বরের সঙ্গে, অন্য মানুষদের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কে পাপপূর্ণ আচরণ করে থাকে। এরপর আমরা পাপের সর্বজনীনতা *(universality of sin)* বর্ণনা করেছি, এবং আমরা আরও দেখেছি যে, পাপে পতনের পর, ঈশ্বরের উদ্ধারকারী অনুগ্রহ *(redemptive grace)* ছাড়া, মানুষের পরিস্থিতি হল ব্যাপক অধোগতি *(pervasive depravity)* এবং আধ্যাত্মিক অক্ষমতা *(spiritual inability)*।

এখন, উপরের এই বর্ণনা যদি সত্য হয়, আমাদের মনে হতে পারে যে, পৃথিবীর মাটিতে আমাদের জীবন-যাপন কার্যত অসম্ভব। পাপে পতনের ফলস্বরূপ, পৃথিবীর মাটিতে প্রত্যেকটি মানুষ প্রাথমিকভাবে আত্ম-কেন্দ্রিক এবং ঘৃণায় পূর্ণ; সে ঈশ্বরকে ঘৃণা করে, অন্য মানুষদের ঘৃণা করে, এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করে থাকে। আর এটা যদি চলতে থাকে, তাহলে আমাদের মনে হতে পারে যে, আমাদের আজকের এই পৃথিবী নরক ছাড়া আর কিছু নয়।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, মানুষের আচরণ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক চিন্তাধারায় একটি পরিবর্তন এসেছে। একটা সময় ছিল, যখন এমন কথা চিন্তা করা হত যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে, মানুষ মহৎ ও নিঃস্বার্থ আচরণ করতে সক্ষম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিভিন্ন উদারপন্থী ঈশতাত্ত্বিক *(Liberal Theologian)* এমন শিক্ষাই দিয়েছেন *(Samuel Z. Batten, Washington Gladden, George D. Herron, Arthur Cushman McGiffert)*। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই রোমান্টিক আশাবাদ *(romantic Optimism)* আর হাল ফ্যাশন নয়। ওয়াল্টার রাশেনবুশের *(Walter Rauschenbusch)* লেখা দিয়ে শুরু করে, এবং কার্ল বার্থ *(Kalr Barth)* ও রাইনোল্ড নীবরের *(Reinhold Niebuhr)* ক্রমশ লেখার মধ্যে মানুষ সম্বন্ধে অনেক বেশি বাস্তব-সম্মত দৃষ্টিকোন ফুটে উঠেছে, যাতে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, মানুষ মূলত পাপপূর্ণ ও আত্ম-কেন্দ্রিক।

অতএব, বাইবেলের শিক্ষা এবং মানুষের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোন থেকে আমরা একমত হতে বাধ্য যে, পাপে পতিত মানুষ নিশ্চিতভাবে মূলতঃ আত্ম-কেন্দ্রিক। অতএব, ঈশ্বর মানুষদের যে নিঃস্বার্থ জীবনে আহ্বান করেন, তা যাপন করতে সক্ষম হবার পূর্বে তার অঙ্গীকারের এবং আনুগত্যের নতুন কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবর্তনের জন্য, মানুষের নতুনজন্ম অবশ্য প্রয়োজন।

কিন্তু এখন আমরা একটি সমস্যার মুখোমুখি হই। আমরা যখন এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন যাপন করি, তখন আমরা মানুষের মন্দতা ও পাপে পতনের যে ছবি উপরে আঁকা হয়েছে, তার ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা মনে হয় লাভ করি না। আমাদের অনেকেরই প্রতিবেশিরা বেশ উত্তম। আবার ব্যবসা সূত্রে আমরা যাদের সঙ্গে জড়িত, বেশির ভাগ সময়ই আমরা তাদের উপর আস্থা রাখতে পারি। বেশির ভাগ সময় আমরা যাদের কাছে ছুটে যাই, তারা সকলেই যে খ্রীস্টবিশ্বাসী, তা নয়; তথাপি তাদের দয়ালু, সাহায্যকারী ও স্বার্থহীন বলে মনে হয়। আমরা এর কী ব্যাখ্যা দিতে পারি? আমরা অন্যান্য মানুষদের মধ্যে যে উত্তমতা দেখতে পাই, কিংবা অবিশ্বাসীদের লেখার মধ্যে যে সত্য দেখতে পাই, কিংবা বেশিরভাগ অবিশ্বাসী সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, কবি ও উপন্যাসিকদের শিল্প-কলায় যে সৌন্দর্য দেখতে পাই, তাদের কী ব্যাখ্যা দিতে পারি?

প্রথম মণ্ডলীর নেতা আগস্টিন এর একটি উত্তর দিয়েছিলেন। পেলাগিয়াসপন্থী বিপক্ষ যখন তাঁকে অবিশ্বাসীদের সদ্‌গুণ বা উৎকর্ষতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, তখন তিনি সেই সমস্ত সদ্‌গুণ বা উৎকর্ষতাকে "চমৎকার কলঙ্ক" *(splendid vices)* আখ্যা দিয়েছিলেন, যেহেতু সেগুলি ঈশ্বরের গৌরবার্থে নয়, কিন্তু আত্ম-প্রেম ও মানুষের প্রশংসায় অনুশীলন করা হয় *(City of God,* Bk. 5, Chaps. 12-20, vol. 2 in *Nicine and Post-Nicine Fathers; On Marriage and Concupiscence,* I.4)।

এ বিষয়ে, আগস্টিনের সঙ্গে মূলতঃ একমত হলেও ক্যালভিন্ এই উত্তরে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। উভয়েই পাপে পতিত মানুষের পাপময়তা ও দূষণ সম্বন্ধে গভীর ভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ক্যালভিন্ এক ধাপ এগিয়ে এমন প্রশ্ন করেছিলেন, পাপে পতিত ও পাপপূর্ণ এই পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত সত্য, উত্তমতা, সৌন্দর্য, সভ্যতা, এবং শৃঙ্খলার বিভিন্ন উপাদান দেখতে পাই, তাদের কী ব্যাখ্যা দিতে পারি? অবশ্যই আমরা তাদেরকে মানুষের সহজাত ক্ষমতা বলতে পারি না, যেহেতু সে তার নিজের শক্তিতে কোনও উত্তম সাধন করতে পারে না। অতএব, এর জন্য আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে নির্দেশ করতে বাধ্য, এ হল তাঁর সেই অনুগ্রহ, যা পাপে পতিত মানুষের পাপকে দমন বা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, যদিও তা মানুষের সেই পাপ হরণ করে না (পাপ থেকে মুক্তি দেয় না)। এই ধরণের অনুগ্রহকে ক্যালভিন্ **নির্দিষ্ট বা উদ্ধারকারী অনুগ্রহ** *(particular or saving grace)* থেকে পৃথক করেছিলেন, যে অনুগ্রহের দ্বারা মানুষের প্রকৃতি নতুনীকৃত হয় এবং যার দ্বারা সে বিশ্বাসে, অনুতাপে, এবং কৃতজ্ঞতার বাধ্যতায় ঈশ্বরের প্রতি ফিরতে সক্ষম হয়। যদিও ঈশ্বরের এই সাধারণ অনুগ্রহকে (যা মানুষদের নতুনীকৃত না করলেও পাপকে দমন বা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে) বর্ণনা করতে গিয়ে ক্যালভিন্ বিভিন্ন শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন, পরবর্তী সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিকরা একে **সাধারণ অনুগ্রহ** *(common grace)* নাম দিয়েছেন।

সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদ

ক। জন্ ক্যালভিন *(John Calvin)*: সাধরণ অনুগ্রহ কোন কোন পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে, সে বিষয়ে ক্যালভিন্ যে সমস্ত বর্ণনা দিয়েছেন, আমরা তাদের কয়েকটি বর্ণনা এখন দেখব:

> কিন্তু প্রকৃতির এমন দূষণের মধ্যেও যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি স্থান আছে, তা আমরা দেখতে পাই। যদিও এই অনুগ্রহ সেই দূষণের শুচিকরণ করতে পারে না, কিন্তু তা ভিতর থেকে দমন/নিয়ন্ত্রণ করে থাকে . . . এইভাবে ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের দ্বারা প্রকৃতির পাপময়তাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন, যাতে তা কার্যে রূপায়িত না হতে পারে; কিন্তু ভিতর থেকে তিনি তার শোধন করেন না। *(Inst.,* II.33*)*

> আমরা শিল্প ও কলার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি। শিক্ষার মধ্যেও আমরা মানুষের তীক্ষ্নতা দেখতে পাই, যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ বিষয়ে প্রবণতা বর্তমান। . . . তাই, যথেষ্ট যুক্তি সহকারে আমরা এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এর সূচনা (অর্থাৎ, শিল্প-কলায় প্রবণতা বা ক্ষমতার শুরু) মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সহজাত। অতএব এই সাক্ষ্যপ্রমাণ সমস্ত মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সহজাত যুক্তি ও উপলব্ধির উপস্থিতির পক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। যদিও এই উৎকর্ষতা সার্বজনীন, তথাপি প্রত্যেক মানুষ নিজের জন্য ঈশ্বরের এই অদ্ভুৎ অনুগ্রহ স্বীকার করতে বাধ্য। *(Inst.,* II.2.14*)*

> যখনই আমরা অবিশ্বাসী লেখকদের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ের (বিজ্ঞান ও কলায় মূল্যবান অবদান) উপস্থিতি দেখতে পাই, তাদের মধ্যে সেই সত্যের প্রশংসনীয় আলো আমাদের এই শিক্ষা দিক যে, মানুষের মন যদিও তার উত্তমতা থেকে পতিত ও দূষিত, তথাপি তা ঈশ্বরের বিভিন্ন অতিউত্তম উপহারের *(gifts)* দ্বারা সজ্জিত ও অলঙ্কারিত। আমরা যদি ঈশ্বরের আত্মাকে সত্যের একমাত্র উৎস বলে বর্ণনা করি, তাহলে আমরা একদিকে যেমন সত্যকে অস্বীকার করব না, ঠিক অন্যদিকে, যেখানে তার প্রকাশ দেখব, সেখানে তার অবজ্ঞাও করব না; যদি না আমরা ঈশ্বরের আত্মাকে অপমানিত করতে চাই। কারণ আত্মার উপহারকে হালকা ভাবে নিয়ে, আমরা আত্মারই ঘৃণা ও নিন্দা করে থাকি। *(Inst.,* II.2.15*)*

এই শেষ উদ্ধৃতিতে ক্যালভিন্ যে কথা বলেছেন, আমরা তার সংক্ষিপ্তসার এই ভাবে তুলে ধরতে পারি: (১) অবিশ্বাসীদের মধ্যে থেকে সত্যের আলোর বিকিরণ হতে পারে, (২) অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের অতিউত্তম উপহারে সজ্জিত হতে পারে। (৩) সমস্ত সত্য ঈশ্বরের আত্মা থেকে এসে থাকে, (৪) তাই, আমরা যখন অবিশ্বাসীদের দ্বারা উচ্চারিত সত্যকে অস্বীকার করি বা অবজ্ঞা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকেই অপমানিত করে থাকি।

আরও একটি স্থানে ক্যালভিন্ এমন কথা বলেছেন:

> আমি একথা অস্বীকার করি না যে, অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সহজাত প্রতিভা ঈশ্বরেরই উপহার। . . . কারণ ধার্মিক ও অধার্মিকের মধ্যে এত বড়ো পার্থক্য বর্তমান যে, তার মৃত প্রতিমূর্তির মধ্যেও তা দেখা যায়। কারণ, এগুলির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেললে, এই পৃথিবীতে কি কোনও শান্তি-শৃঙ্খলা থাকবে? অতএব, প্রভু কেবল ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষের মনে প্রশংসনীয় ও দুষ্ট কাজের মধ্যে পার্থক্য করেননি, কিন্তু তা অনুমোদনও করে থাকেন, তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, এই জীবনের অনেক আশীর্বাদ তিনি তাদের উপর বর্ষণ করে থাকেন, যারা মানুষের মধ্যে সদ্গুণের বিকাশ করে থাকেন। . . . এই সমস্ত সদ্গুণ– কিংবা, সদ্গুণের প্রতিমূর্তি– হল ঈশ্বরের উপহার, যেহেতু তাঁর কাছ থেকে না আসলে কোনও বিষয় কোনও ভাবেই প্রশংসা পাবার বিষয় হতে পারে না। *(Inst.,* III.14.2*)*

এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, ঈশতত্ত্বের এই দিকে ক্যালভিন্ নতুন পথ প্রদর্শনের কাজ করেছেন। যদিও তিনি

সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদকে পূর্ণ বিকশিত আকার দেননি, তথাপি তিনি স্পষ্ট ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের এক ধরণের অনুগ্রহ আছে, যা মানুষের জীবনে পাপের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, যদিও তা মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে না। কিন্তু তা অবিশ্বাসীদের দ্বারা বিভিন্ন সত্য উচ্চারিত হতে অনুমতি দেয় (যদিও তারা প্রকৃত সত্য জানে না) এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফল উৎপন্ন করে, যেগুলি উত্তম। *(*Herman Kuiper, *Calvin on Common Grace,* Grand Rapids: Smitter Book Co., 1928*)*

খ। হারমান বাভিঙ্ক *(Herman Bavinck)*: সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিকদের মধ্যে যিনি সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদ সম্বন্ধে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁর নাম হারমান বাভিঙ্ক। কাম্পেনে অবস্থিত নেদারল্যাণ্ডের রিফর্মড্ মণ্ডলীর ঈশতাত্ত্বিক শিক্ষায়তনের সভাপতি থাকাকালীন ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে সভাপতির ভাষণ দেন, তার শিরোনাম ছিল সাধারণ অনুগ্রহ। তাঁর এই ভাষণে তিনি দেখান যে সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদ শাস্ত্র-বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ক্যালভিন্ তা সর্বপ্রথম শিক্ষা দিয়েছেন, এবং এখনও তার মহান তাৎপর্য ও মূল্য বর্তমান। নিচের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট যে বাভিঙ্ক এই মতবাদকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন:

> এই সাধারণ অনুগ্রহ থেকে সমস্ত উত্তম ও সত্য উৎপন্ন হয়, যা আমরা এখনও পাপে পতিত মানুষদের মধ্যে দেখতে পাই। অন্ধকারের মধ্যে এখনও আলো জ্বলছে। সৃষ্ট সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা বাস করেন ও কাজ করেন। তাই, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির কিছু কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। তার মধ্যে এখনও বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তিশক্তি বর্তমান; সমস্ত ধরণের স্বাভাবিক প্রতিভাও তার মধ্যে বর্তমান। মানুষের মধ্যে এখনও ঈশ্বরত্বের অনুভূতি ও ছাপ বর্তমান, ধর্মের বীজ বর্তমান। যুক্তিশক্তি হল এক প্রকার অমূল্য উপহার *[gift]*। দর্শন হল ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করা একটি প্রশংসনীয় উপহার। সঙ্গীতও হল ঈশ্বরের দেওয়া উপহার। বিজ্ঞান ও কলা হল উত্তম, উপকারী, এবং বহুমূল্য। দেশ ও প্রশাসন ব্যবস্থা ঈশ্বরই স্থাপন করেছেন . . . পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে এখনও সত্য, সদ্গুণ ও ভালোবাসার জন্য ইচ্ছা দেখতে পাওয়া যায়। পার্থিব জীবনে মানুষ এখনও অনেক ভালো করতে সক্ষম . . . একদিকে, সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদের মাধ্যমে সংস্কারপন্থীরা খ্রীস্টধর্মের নির্দিষ্ট ও চরম বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু অন্যদিকে, পাপী মানুষদের মধ্যে ঈশ্বর যে উত্তম ও সুন্দর বিষয় দিয়েছেন, তাদের সঠিক মূল্যায়নের কাজেও তারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। *[*H. Bavink, *De Algemeene Genade,* (Grand Rapids: Eerdmans-Sevensma, 1992), p. 17*]*
>
> পাপ হল এক প্রকার শক্তি, এক প্রকার নীতি, যা সমস্ত ধরণের সৃষ্ট জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে . . . তাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তা সমস্ত বিষয় নষ্ট ও ধ্বংস করে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা পাপের পথে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। তাঁর সাধারণ অনুগ্রহের দ্বারা তিনি পাপের বিচ্ছিন্নকারী ও ধ্বংসকারী কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। তথাপি, এই ধরণের অনুগ্রহ যথেষ্ট নয়। এই অনুগ্রহ পাপকে বশে আনলেও পরিবর্তিত করতে পারে না; পাপকে দমন করলেও, পাপের উপর জয়লাভ করতে পারে না। *[*H. Bavink, *De Algemeene Genade,* (Grand Rapids: Eerdmans-Sevensma, 1992), p. 27*]*

গ। অব্রাহাম কাইপার *(Abraham Kuyper)*: বাভিঙ্কের এই ভাষণের ১০ বৎসর পর, তাঁর সমসাময়িক অব্রাহাম কাইপার সাধারণ অনুগ্রহের উপর সবথেকে বিস্তৃত পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। "সাধারণ অনুগ্রহ" *[De Gemeene Gratie (Nd), Common Grace (En)]* নামে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। **প্রথম খণ্ডকে** ঐতিহাসিক বিভাগ *(historical)* বলা হয়েছে, এবং এই খণ্ডে নোহের সঙ্গে চুক্তি থেকে শুরু করে নতুন নিয়মের সময় পর্যন্ত ইতিহাসে সাধারণ অনুগ্রহের বিভিন্ন চিহ্নের বাইবেলভিত্তিক-ঈশতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এই খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে, আগামী জীবনে সাধারণ অনুগ্রহের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই পুস্তকের **দ্বিতীয় খণ্ডে** মতবাদ সম্বন্ধীয় *(doctrinal)* দিক আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেখানে সাধারণ অনুগ্রহের সঙ্গে সৃষ্টি, পূর্বমনোনয়ন, পৃথিবীর ইতিহাস, মণ্ডলী, সদয়-তত্ত্বাবধান, অভিশাপ, সংস্কৃতির সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে। এই পুস্তকের **তৃতীয় খণ্ড** হল ব্যবহারিক প্রয়োগের *(practical)* আলোচনা, এবং এই খণ্ডে শাসন-ব্যবস্থা, মণ্ডলী ও দেশ, পরিবার, শিক্ষা-ব্যবস্থা, এবং সমাজে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ। জি. সি. বেরক্যুয়ার *(G. C. Berkouwer)*: "**মানুষ: ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি**" *(Man: the Image of God)* নামক মানুষ সম্বন্ধীয় তাঁর পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ে বেরক্যুয়ার সাধারণ অনুগ্রহ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে বেরক্যুয়ার সাধারণ অনুগ্রহের বিষয় অধ্যয়নে কাইপারের মহান অবদানকে স্বীকার করে এমন কথা বলেছেন:

> ঈশ্বরের সাধারণ অনুগ্রহ বিষয়ে কাইপার তাঁর চিন্তায় ক্যালভিনের পদচিহ্ন অনুসরণ করেছেন। . . . কাইপারের চিন্তানুসারে, এই শিক্ষা সংস্কারপন্থী মতবাদের অপরিহার্য অংশ গঠন করেছে। এর উৎপত্তি পাপের ভয়ানক বৈশিষ্ট্যে স্বীকারোক্তি থেকে, অপরাধ বা দূষণের পরিমাণকে লঘু করা থেকে নয়। ক্যালভিনের ন্যায় কাইপারও মণ্ডলীর বাইরের লোকদের সুন্দর ও বিস্ময়কর কীর্তির দ্বারা বিমুগ্ধ হয়েছেন। কাইপারের কথানুসারে, এই যে সত্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তা আমাদের যে উভয়-সঙ্কটের *(dilemma)* মুখোমুখি করে, তা হল, এই সমস্ত কীর্তিকে অস্বীকার করা, কিংবা মানুষকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে পাপে পতিত না বলা। কিন্তু সংস্কারপন্থী মতবাদ এই উভয়-সঙ্কটের উভয় বিকল্পকেই অস্বীকার করে থাকে। একদিকে, এই উত্তমকে অস্বীকার করা যাবে না; এবং অন্যদিকে, পাপে পতনের ফলস্বরূপ, মানুষের সম্পূর্ণ দূষণকেও ছোট করা যাবে না। তাই, এই সমস্যার কেবল একটিই সমাধান: পাপের সঙ্গে যে ধ্বংস ওতপ্রতভাবে

জড়িত, তাকে রোধ করতে, পাপে পতিত মানুষের মধ্যে পর্যন্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ কাজ করে চলেছে। *[Man: the Image of God,* pp. 152-53*]*

যাঁরা সাধারণ অনুগ্রহকে স্বীকার করেছেন, তাঁদের বিষয় বেরক্যুয়ার আরও বলেছেন:

তাঁরা বাস্তবকে মেনে নিয়ে এই কথা স্বীকার করেছেন যে, বাস্তব জীবনে আমরা পূর্ণ-বিকশিত মন্দতা ও নিখুঁত পবিত্রতার মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার মুখোমুখি হই না, কিন্তু অবিশ্বাসীদের জীবনে পর্যন্ত আমরা সেই সমস্ত কাজ দেখতে পাই, যেগুলি বিশ্বাসীদের জীবনে সৎকাজের অনস্বীকার্য সাদৃশ্য।

অবশ্য সমস্ত সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিক সাধারণ অনুগ্রহ সম্বন্ধে ক্যালভিন্, বাভিঙ্ক ও কাইপারের সঙ্গে একমত নন। আমেরিকার খ্রীস্টীয় সংস্কারপন্থী ঈশতাত্ত্বিক হারমান হুকমা *(Herman Hoeksema)* এবং হেন্‌রী ডানহপ *(Henry Danhop)* সাধারণ অনুগ্রহকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ শিক্ষা হিসাবে বর্জন করেছেন। তাদের এমন চিন্তার পিছনে যুক্তিগুলি হল:

(১) ঈশ্বর অনুগ্রহ সর্বদা নির্দিষ্ট, তা কখনও সাধারণ নয়। কেবল মনোনীতরা (অনন্ত থেকে যাঁরা পরিত্রাণের জন্য মনোনীত) ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ লাভ করে থাকে; যারা মনোনীত নয়, যাদেরকে পরিত্যক্ত *(reprobate)* বলা হয়, তারা ঈশ্বরের কোনও অনুগ্রহই লাভ করে না।

(২) পরিত্যক্ত *(reprobate)* ব্যক্তিদের জীবনে পাপকে অনুগ্রহপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঈশ্বরের কোনও কাজ থাকতে পারে না।

(৩) যাদের নতুনজন্ম হয়নি, তারা কোনও প্রকার উত্তম করতে পারে না। যাদের নতুনজন্ম হয়নি, তাদের যে সমস্ত তথাকথিত সদ্‌গুণ বা উৎকর্ষতার কথা বলা হয়ে থাকে, সেগুলি পর্যন্ত ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ায়, প্রকৃত পক্ষে পাপ ছাড়া কিছু নয়।

এ বিষয়ে আমেরিকার খ্রীস্টীয় সংস্কারপন্থী মণ্ডলীর *(Christian Reformed Church)* মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনা হয়, যা এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন, এবং ছোট ও বড়ো পুস্তক প্রকাশনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। হুকমা ও ডানহফের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তর আমেরিকার খ্রীস্টীয় সংস্কারপন্থী মণ্ডলীর *(Christian Reformed Church of North America)* ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের সিনোডে নিম্নলিখিত ৩টি বিষয় গৃহিত হয়:

(১) যাদেরকে অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে, কেবল তাদের প্রতি ঈশ্বরের উদ্ধারকারী অনুগ্রহের পাশাপাশি ঈশ্বরের আরও এক প্রকার সুনজর বা অনুগ্রহ বর্তমান, যা তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রতি সাধারণ ভাবে প্রদর্শন করে থাকেন।

(২) মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ঈশ্বর পাপকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন।

(৩) যাদের নতুনজন্ম হয়নি, তারা যদিও কোনও ‘‘উদ্ধারকারী উত্তম’’ *(saving good)* করতে পারে না (নতুনজন্ম প্রাপ্তব্যক্তি যে প্রকার উত্তম করতে সক্ষম), তথাপি তারা ‘‘উত্তম নাগরিকের আচরণ’’ *(civil good)* করতে সক্ষম (এক প্রকার আপেক্ষিক উত্তম, যা সামাজিক আচরণে বাহ্যিক নিয়ম পূর্ণ করে থাকে)। *(Acts of the Christian Reformed Church,* pp. 145-47)

অতএব, এই সমস্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা, খ্রীস্টীয় সংস্কারপন্থী মণ্ডলী *(Christian Reformed Church)* সাধারণ অনুগ্রহের ধারণাকে অনুমোদন করে এবং হুকমা ও ডানহফের চিন্তাকে বর্জন করে। ফলস্বরূপ, এই দুই পালক তাদের অনুসরণকারীদের সঙ্গে নিয়ে একটি নতুন খ্রীস্টীয় সম্প্রদায় গঠন করে, যা আমেরিকার প্রটেস্টান্ট রিফর্মড্ মণ্ডলী নামে পরিচিত *(Protestant Reformed Church in America)*।

নেদারল্যাণ্ডেও সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদের উপর অনেক আলোচনা হয়েছিল। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে কাম্পেন সেমিনারীর অধ্যাপক ক্লাস শিল্ডার *(Klaas Schilder)* সর্ব সমক্ষে কাইপারের দ্বারা সমর্থিত সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদের সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে শিল্ডারের বক্তব্য হারমান হুকমার ন্যায় একই প্রকার ছিল। শিল্ডার ‘সাধারণ অনুগ্রহ’ এই পরিভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, তাঁর বিচারে, বাইবেলে ‘অনুগ্রহ’ শব্দটি সর্বদা পাপক্ষমাকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, পাপে পতিত মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপের পরিণাম লাঘব করার মধ্যে শিল্ডার ঈশ্বরের অনুগ্রহের কোনও চিহ্ন দেখতে পাননি। তাই, তাঁর মতানুসারে, পাপে পতনের পর মানুষের ইতিহাসের ক্রমশ অগ্রগতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল নয়। যাদের নতুনজন্ম হয়নি, তাদের পাপকে নিয়ন্ত্রিত করতে ঈশ্বরের কোনও অনুগ্রহ নেই। তাঁর মতানুসারে, সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদ মানুষের পাপে পতনের বাইবিলভিত্তিক শিক্ষাকে দূর্বল করে, এবং ‘‘দুই-এলাকার ধারণাকে’’ *(two-territory concept)* জন্ম দেয়, যার অর্থ, পাপের কর্তৃত্বাধীন **পতিত জগতের**

পাশাপাশি এক প্রকার **নিরপেক্ষ এলাকা** বর্তমান, যেখানে পাপের পরিণামকে সীমিত করা হয়েছে, এবং যেখানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। *[*K. Schilder, *Is de Term "Algemeene Genade" Wetenschappelijk Verantwoord?* (Kampen: Zalsman, 1947). Cf, his *Heidelbergsche Catechismus,* vol. 1 (Goes: Oosterbaan en Le cointre, 1974), pp. 175ff., 116-20, 278, 284, 295, 109-10.*]*

শিল্ডারের এই দৃষ্টিকোন নেদারল্যাণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা ও তর্ককে জন্ম দেয়। ফলস্বরূপ, নেদারল্যাণ্ডের সংস্কারপন্থী মণ্ডলীদের *(Gereformeerde Kerken)* ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের সিনোডে সাধারণ অনুগ্রহ সম্বন্ধে শিল্ডার ও তাঁর অনুগামীদের বক্তব্যকে বিবেচনা করা হয় ও এ বিষয়ে নিম্নলিখিত ৪টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

(১) মানুষের পাপের প্রতি তাঁর ক্রোধ সত্ত্বেও, ঈশ্বর তাঁর দীর্ঘসহিষ্ণুতায় এখনও এই পাপে পতিত জগতের প্রতি ধৈর্য ধরে আছেন, এবং সমস্ত মানুষের ভালো করে চলেছেন।

(২) মানুষের মধ্যে তিনি সৃষ্টির প্রাথমিক উপহারের কিছু সামান্য অবশিষ্টাংশ এবং প্রকৃতির কিছু আলো বজায় রেখেছেন, যদিও পরিত্রাণ লাভের জন্য এই আলো যথেষ্ট নয়।

(৩) এই সমস্ত অবশিষ্টাংশ ও আশীর্বাদ অস্থায়ী ভাবে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজ করে। ফলস্বরূপ, প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত সম্ভাবনা ছিল, সেগুলি এখনও এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করতে পারে।

(৪) এই ভাবে ঈশ্বর ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়ের প্রতি তাঁর উত্তমতা (যা অর্জিত নয়) প্রদর্শন করে থাকেন– যে উত্তমতাকে আমরা '**সাধারণ অনুগ্রহ**' বলে থাকি। কিন্তু এই অনুগ্রহকে সেই **উদ্ধারকারী অনুগ্রহ** থেকে পৃথক করতে হবে, যে অনুগ্রহ কেবল তাদের প্রতি প্রদর্শিত হয়, যাদের পিতার দ্বারা খ্রীস্টের কাছে সমর্পন করা হয়েছে। *[*১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে এই ঘোষণা কার্যকর হয়, এবং এই ঘোষণার সম্পূর্ণ বিবরণ নেদারল্যাণ্ডের সংস্কারপন্থী মণ্ডলীর ভুর্টগেজেটের সধারণ সিনোডের বিবরণীতে বর্তমান, ১৯৪০-৪৩, পৃ. ৯৫-৯৬।*]*

সাধারণ অনুগ্রহ মতবাদের বাইবেল ভিত্তি

বাইবেল কি এমন শিক্ষা দেয় যে, যারা তাঁর প্রজা নয়, এমন লোকদের জীবনে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করতে ঈশ্বর এক ধরণের অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন? আমরা বিশ্বাস করি, বাইবেল তা শিক্ষা দিয়ে থাকে। আসুন, এ বিষয়ে বাইবেল থেকে আমরা কিছু শাস্ত্রাংশ দেখি।

আদিপুস্তক ২০ অধ্যায়ে আমরা অব্রাহামকে স্বল্প কালের জন্য পলেষ্টীয়দের দেশে যাত্রা করতে দেখি। সেখানে অব্রাহাম যখন নিজের স্ত্রী সারাকে নিজের বোন বলে পরিচয় দেয়, তখন পলেষ্টীয় রাজা অবীমেলক সারাকে তার হারেমে বা অন্তঃপুরে নারীদের *[harem]* মধ্যে যোগ করার ইচ্ছায় গ্রহণ করে। কিন্তু এক রাতে ঈশ্বর অবীমেলককে স্বপ্নযোগে জানান, সে যদি মৃত্যুব্যথা ভোগ না করতে চায়, তাহলে যেন সে সারাকে স্পর্শ না করে; কারণ সারা বিবাহিতা স্ত্রীলোক। এই কথার প্রতিবাদ জানিয়ে অবীমেলক যখন ঈশ্বরকে বলে যে, সে সারাকে অব্রাহামের বোন জেনে গ্রহণ করেছে, তখন ঈশ্বর তাকে এমন কথা বলেন, ***"তুমি অন্তঃকরণের সরলতায় এই কাজ করেছ, তা আমিও জানি, তাই আমার বিরুদ্ধে পাপ করতে আমি তোমাকে বারণ করলাম; এইজন্য তাকে স্পর্শ করতে দিলাম না"*** (আদি ২০:৬)। অবীমেলক অবশ্যই বিশ্বাসী ছিল না। তথাপি ঈশ্বর পাপ করা থেকে তাকে নিবারিত করেছিলেন। আবার, ৭ পদে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর অবীমেলকের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, অবিমেলকের যাতে মৃত্যু না হয়, তার জন্য অব্রাহাম প্রার্থনা করবে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, এইভাবে অবীমেলককে পাপ করা থেকে নিবারিত করা ঈশ্বরের দিক থেকে অনুগ্রহের কাজ ছিল।

রোমীয়দের প্রতি পত্রে, যারা ঈশ্বরকে জেনেও, ঈশ্বর বলে তাঁর গৌরব করে না, তাদের প্রতি কী ঘটবে, তা পৌল বর্ণনা করেছেন:

> ***এই কারণ ঈশ্বর তাদেরকে নিজের নিজের নানা অভিলাষে এমন অশুচিতায় সমর্পণ করলেন যে, তাদের দেহ তাদের মধ্যে অনাদৃত হচ্ছে। . . . এই জন্য ঈশ্বর তাদেরকে জঘন্য রিপুর বশে সমর্পণ করেছেন; . . . আর যেমন তারা ঈশ্বরকে নিজেদের জ্ঞানে ধারণ করতে সম্মত হয়নি, তেমনই ঈশ্বর তাদেরকে অনুচিত কাজ করতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করলেন।***
> (রোমীয় ১:২৪, ২৬, ২৮ পদ)

এই অধ্যায়ের ১৮ পদে, পৌল আমাদের বলেছেন, ***"ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের ভক্তিহীনতা ও অধার্মিকতার উপরে প্রকাশিত হচ্ছে, যারা অধার্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে।"*** এইভাবে সত্যকে প্রতিরোধ করার কাজে তাদের কোনও অজুহাত খাটে না, ***"কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের মধ্যে সপ্রকাশ আছে,***

কারণ ঈশ্বর তা তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন'' (১৯ পদ)। তারা ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে গৌরব করতে অস্বীকার করায়, যদিও তিনি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ করেছেন, ঈশ্বর তাদেরকে যৌন অশুচিতার অভিলাষে, জঘন্য রিপুর বশে, এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য পাপপূর্ণ ও উদ্ধত আচরণে সমর্পণ করেছেন। এই পদগুলিতে (২৪, ২৬, ২৮ পদ) পৌল ৩ বার গ্রিক শব্দ *paredoken*-এর *aorist* আকার ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ, ***"সমর্পণ করলেন''*** *("he gave them over")*, কিংবা তাদের পাপে ***"তাদেরকে পরিত্যাগ করলেন''*** *("he abandoned them" to their sins)*। এখানে *paradidomi* ক্রিয়া পদের *aorist* ব্যবহার আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, এই সমস্ত লোকের জীবনের নির্দিষ্ট বিভিন্ন সময়ে এই ''সমর্পণ করা" বা ''পরিত্যাগ করার" ঘটনা ঘটেছে। এর থেকে পরিষ্কার যে, এই ''সমর্পণ করা" বা ''পরিত্যাগ করার" ঘটনা ঘটার পূর্বে ঈশ্বর তাদের জীবনে পাপের প্রকাশকে নিবারিত করছিলেন। কিন্তু কোনও একটি মুহূর্তে, এই নিবারণ করার কাজ সরিয়ে নেওয়া হয় বা স্থগিত করা হয়। চার্লস্ হজ্ *(Charles Hodge)* এই পদের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে এমন কথা বলেছেন, *''তিনি (ঈশ্বর) দুষ্টদের কাছ থেকে তাঁর সদয়-তত্ত্বাবধান ও অনুগ্রহের নিয়ন্ত্রণকে সরিয়ে নেন, এবং তাদেরকে পাপের কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করেন।" [Commentary on the Epistle to the Romans* (1886; Grand Rapids: Eerdmans, 1964), p.40*]*

এখন মানুষের জীবনে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে একটি হল, অপরাধী ও আইন লঙ্ঘনকারীদের উপর প্রশাসনের দ্বারা শাস্তি বা জরিমানার আরোপ। এই শাস্তি বা জরিমানা অনেক সময় অর্থদণ্ড, কারাবাস, এমনকী কখনও কখনও মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। যেমন পৌল নির্দেশ করেছেন,

> ***শাসনকর্তারা সৎকাজের প্রতি নয়, কিন্তু মন্দ কাজের প্রতি ভয়াবহ। আর তুমি কি কতৃপক্ষের কাছে নির্ভয় হতে চাও? সদাচরণ কর, করলে তাঁর কাছে থেকে প্রশংসা পাবে। কারণ সদাচরণের জন্য তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরেরই পরিচারক। কিন্তু যদি মন্দ আচরণ কর, তবে ভীত হও, কারণ তিনি বৃথা খড়গ ধারণ করেন না; কারণ তিনি ঈশ্বরের পরিচারক, যে মন্দ আচরণ করে, ক্রোধ সাধনের জন্য তার প্রতিশোধদাতা।*** (রোমীয় ১৩:৩, ৪)

পৌল যখন এখানে জগতের প্রত্যেক শাসনকর্তাকে ঈশ্বরের পরিচারক বলেছেন, এর দ্বারা পৌল পরিষ্কারভাবে এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বরই এই সমস্ত শাসনকর্তাদের মাধ্যমে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করছেন।

একইভাবে পিতর লিখেছেন:

> ***তোমরা <u>প্রভুর নিমিত্ত</u> মানুষের সৃষ্ট সমস্ত নিয়োগের বশীভূত হও, রাজার বশীভূত হও, তিনি প্রধান; দেশাধ্যক্ষদের বশীভূত হও, তারা দুরাচারীদের প্রতিফল দেবার জন্য ও সদাচারীদের প্রশংসার জন্য তাঁর দ্বারা প্রেরিত।*** (১পিতর ২:১৩-১৪)

যারা কদাচরণ করে, তাদের প্রতিফল দেওয়া– নিঃসন্দেহে পাপের নিয়ন্ত্রণকে নির্দেশ করে, যদিও তা নিখুঁত নয় এবং কখনও কখনও বিপরীত ফল উৎপন্ন করে থাকে– তা রাজার দ্বারা প্রেরিত দেশাধ্যক্ষদের দ্বারা সাধিত হবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পিতর তাঁর পাঠকদের ***"প্রভুর নিমিত্ত''*** এই সমস্ত দেশাধ্যক্ষদের বশীভূত হতে বলেছেন, *["for the Lord's sake"]* যার অর্থ, ঈশ্বরের সদয়-তত্ত্বাবধানের দ্বারা এই সমস্ত দেশাধ্যক্ষ মানবজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর তাই তাদের শাসনকাজের দ্বারা ঈশ্বর পাপকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

থিষলনীকীয়দের প্রতি তাঁর দ্বিতীয় পত্রে, পৌল খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পৌল তাঁর পাঠকদের এমন কথা বলেছেন যে, **পাপপুরুষের** (যাকে ঈশতাত্ত্বিকরা যোহনের পত্রের **খ্রীস্টারি** বলে থাকেন) আগমণ না হওয়া পর্যন্ত খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণ হবে না। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে পৌল একটি ক্ষমতার কথা বলেছেন, যা পাপপুরুষের প্রকাশকে বাধা দিয়ে রেখেছে:

> ***আর সে যেন স্বসময়ে প্রকাশ পায়, এই জন্য <u>কীসে</u> তাকে বাধা দিয়ে রেখেছে, তা তোমরা জান। কারণ অধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব এখনই কাজ করছে, কেবল এখন <u>একজন</u> যে পর্যন্ত সে দূরীভূত না হয়, বাধা দিয়ে রাখছে।*** (২:৬-৭)

পাপপুরুষকে কে বা কী বাধা দিয়ে রেখেছে, তা পৌল আমাদের বলেননি। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের ধাঁধাঁর মধ্যে ফেলে, তা হল, এই বাধা দানকে বা নিয়ন্ত্রণকে একাধারে ব্যক্তি-সংক্রান্ত শব্দ *(personal term)* ও নৈর্ব্যক্তিক শব্দের *(impersonal term)* দ্বারা উল্লেখ করেছে: ***"<u>কীসে</u> তাকে বাধা দিয়ে রেখেছে''*** (৬ পদ), এবং ***"এখন <u>একজন</u> . . . বাধা দিয়ে রেখেছে''*** (৭ পদ)। এখন পাপপুরুষকে যে ক্ষমতা বা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে, তাকে যদিও আমরা চিহ্নিত করতে পারি না; কিন্তু এই শাস্ত্রাংশ থেকে পরিষ্কার যে, একটি ক্ষমতা বা এক ব্যক্তি তাকে বাধা দিয়ে রেখেছে। আবার, পাপপুরুষের আবির্ভাব যেহেতু প্রবল দুষ্টতার (অধার্মিকতার) সূচনা করবে, যখন এক ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করবে (৪ পদ) এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে শয়তানের কাজকে দেখা যাবে (৯-১০ পদ); সেইহেতু সেই পাপপুরুষের আবির্ভাবকে

বাধা দিয়ে রাখা পরিষ্কারভাবে পাপকে দমন করার সদৃশ। পাপকে দমন বা নিয়ন্ত্রিত করার পেছনে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে কাজ করে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাপকে দমন (নিয়ন্ত্রিত) করার উপায়

কীসের দ্বারা ঈশ্বর পাপকে দমন করে থাকেন? বলা হয়ে থাকে যে, তাদের নিজেদের যুক্তি ও ইচ্ছার ব্যবহারের দ্বারা পাপকে দমন করতে ও কিছু সদ্‌কাজ করতে মানুষকে সক্ষম করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঈশতাত্ত্বিকেরা *[Scholastic Theologians]* এই চিন্তাকে সমর্থন করেছেন, যেমন থমাস অ্যাকুইনাস *[Thomas Aquinas]* বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের যুক্তিশক্তি তার নিম্নতর গভীর আসক্তিকে *[lower passions]* নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। যদিও এই ধারণার মধ্যে কিছু সত্য থাকতে পারে, কিন্তু অন্তত দুটি কারণে একে আমরা ত্রুটিযুক্ত জ্ঞান করতে পারি: (১) এটি অতি মাত্রায় ব্যক্তিতান্ত্রিক *[individualistic]*– একজন ব্যক্তির যুক্তির মাধ্যমে পাপ যতখানি নিয়ন্ত্রিত হয়, তার থেকে সামাজিক চাপের মাধ্যমে পাপ অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; এবং (২) এর আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক সময় আমাদের যুক্তিশক্তিকে ব্যবহার করে আমরা যে সমস্ত ভুল কাজ করতে চাই, সেগুলিকে কেবল সমর্থন করে থাকি, এই প্রক্রিয়াকে মনোবিদরা যুক্তিসহকরণ *[rationalization]* বলে থাকেন। অতএব, মন্দ কাজকে *প্রতিহত করতে* যেমন যুক্তিশক্তি ব্যবহৃত হতে পারে, ঠিক একইভাবে মন্দ কাজকে অনেক সময় *সমর্থন করতেও* যুক্তিশক্তি ব্যবহৃত হতে পারে। বস্তুত, একজন বোকা জালিয়াতের থেকে একজন চালাক জালিয়াৎ অনেক বেশি মারাত্মক।

ক। সাধারণ প্রকাশ

তাঁর সন্তান নয়, এমন লোকদের মধ্যে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করতে ঈশ্বর যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়কে ব্যবহার করে থাকেন, তা হল, তাঁর সাধারণ প্রকাশ *[general revelation]*, প্রত্যেক মানুষের বিবেকের উপর যা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সাধারণ প্রকাশ হল সেই ঈশতাত্ত্বিক পরিভাষা, যার অর্থ হল, প্রকৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ, যা সমস্ত মানুষের প্রতি কথা বলে, এবং যার লক্ষ্য হল, মানুষরা যখন ঈশ্বরের গৌরব ও সেবা করে না, তখন সেই কাজের জন্য তারা কোনও অজুহাত দেখাতে পারে না, কারণ এর (সাধারণ প্রকাশ) দ্বারা তিনি তাদের যথেষ্ট ঈশ্বর-জ্ঞান দিয়েছেন। রোমীয়দের প্রতি পৌল তাঁর পত্রে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাধারণ প্রকাশের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন:

> ***কেননা যে পরজাতিরা কোনও বিধান পায়নি, তারা যখন স্বভাবতঃ বিধান অনুযায়ী আচরণ করে, তখন কোনও বিধান না পেলেও নিজেদের বিধান নিজেরাই হয়; যেহেতু তারা বিধানের কাজ নিজ নিজ হৃদয়ে লিখিত বলে দেখায়, তাদের সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়, এবং তাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয়, তাদের দোষী করে, না হয় তাদের পক্ষ সমর্থন করে।*** (রোমীয় ২:১৪-১৫)

ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ জাতি ইহুদিদের ন্যায় পরিজাতিরা ***"বিধান পায়নি"***– যার অর্থ, তারা মোশির ব্যবস্থা পায়নি, এবং তারা শাস্ত্রে প্রকাশিত ঈশ্বরের উদ্ধারকারী অনুগ্রহের বিশেষ প্রকাশের পরিধির বাইরে বসবাস করছে। এখন, এমন পরজাতিদের বিষয় বলতে গিয়ে, পৌল যখন এমন কথা বলেছেন যে, ***"তারা যখন স্বভাবতঃ বিধান অনুযায়ী আচরণ করে,"*** তখন পৌল কী বলতে চেয়েছেন? পৌল অবশ্যই এমন কথা বলেননি যে, এই সমস্ত পরজাতি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি থেকে বিধান পালন করতে সক্ষম, এবং এর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করে। পরিবর্তে, এর দ্বারা পৌল যে কথা বলতে চেয়েছেন, তা হল, (১) পরজাতিরা **বিধান অনুযায়ী অনেক আচরণ করে**– কিন্তু এর জন্য পৌল তাদের আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি নয়, কিন্তু তাদের বাহ্যিক আচরণের উপর জোর দিয়েছেন। (২) তারা যে **বিধান পালন করে**, পৌল এমন কথা বলেননি; কারণ বিধান পালন করার জন্য একাধারে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রীতির অনুসরণ প্রয়োজন। কিন্তু তারা কেবল **বিধান অনুযায়ী আচরণ করে**, অর্থাৎ, বিধানের দ্বারা যে সমস্ত বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে, এমন কিছু বিষয় বাহ্যিক আচরণ করে। (৩) পরজাতিরা **স্বভাবতঃ** বিধান অনুযায়ী আচরণ করে। '**স্বভাবতঃ**' কথার দ্বারা ঈশ্বরের নতুনজন্মদানকারী ও পবিত্রীকারী অনুগ্রহ ব্যতীত সেই সমস্ত পরজাতিকে তাদের নিজেদের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র আমাদের এই পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, নতুনজন্মদানকারী এই অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ কখনও আভ্যন্তরীণ অর্থে ঈশ্বরের বিধান পালন করার কাজ শুরু পর্যন্ত করতে পারে না (রোমীয় ৮:৭-৮ পদ দেখুন)। তাই, এই সমস্ত পরজাতি তাদের স্বভাবের দ্বারা যে কাজ করতে সক্ষম, তা সর্বদা বিধানের প্রতি আভ্যন্তরীণ বাধ্যতাকে পূর্ব-প্রতিরোধ করে থাকে; এবং তাদের সেই বাধ্যতা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার দ্বারা প্রণোদিত নয়, কিন্তু বিধানের বিভিন্ন উপদেশের প্রতি বাহ্যিক সমর্থন মাত্র।

এই পদের পরবর্তী অংশের আক্ষরিক অনুবাদ হল, *''তারা, বিধান না পেলেও, নিজেদের প্রতি বিধান।''* অন্যভাবে বলা যায়, এই সমস্ত পরজাতি যদিও মোশির বিধান পায়নি, তাদের নিজেদের মধ্যে এক প্রকার বিধান বর্তমান, যা তাদের স্বীকার করতে হবে– আমরা চাইলে, একে স্বাভাবিক বিধান *[natural law]* বলতে পারি। এই বিধান হল তাদের বিবেকের উপর ঈশ্বরের সাধারণ প্রকাশের প্রভাব। এর সাক্ষ্য হল, ***''বিধানের বিভিন্ন দাবি*** *[আক্ষরিক অর্থে, **''বিধানের কাজ''**]* ***নিজ নিজ হৃদয়ে লিখিত বলে দেখায়''*** (১৫ পদ)। পৌল এমন কথা বলেননি যে, এই সমস্ত পরজাতি তাদের হৃদয়ে ***বিধান*** লিখিত দেখায়; যে কথা ঈশ্বরের মুক্তিপ্রাপ্ত প্রজাদের বিষয় বলা হয়েছে (উদাহরণ, যিরমিয় ৩১:৩৩); কিন্তু তারা তাদের হৃদয়ে ***''বিধানের কাজ''*** লিখিত দেখায়। যখন পরজাতিরা তাদের স্বভাব অনুসারে বিধান যা দাবি করে, এমন কোনও কাজ করে, তখন তারা দেখায় যে, তাদের হৃদয়ে বিধানের দ্বারা এমন কিছু ফল উৎপন্ন হয়, যা তাদেরকে কিছু বাহ্যিক আচরণকে উত্তম বলে স্বীকার করতে এবং কিছু অন্য বাহ্যিক আচরণকে মন্দ বলে স্বীকার করতে বাধ্য করে। এখানে এই বিধান কী? এ হল সেই বিধান, যা ঈশ্বর তাঁর সাধারণ প্রকাশের দ্বারা তাদের কাছে তুলে ধরেছেন, যা পরজাতিদের পর্যন্ত এই শিক্ষা দেয় যে, উত্তম ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান, এবং মন্দকে শাস্তি দেওয়া হয় ও উত্তমকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৫ পদের শেষাংশে পৌল এই কথা বলেছেন যে, এই সমস্ত পরজাতিও সৎ-সংবেদের (বিবেক) অধিকারী, যা তাদের দ্বারা স্বীকৃত নৈতিক মানের আলোকে তাদের আচরণের উপর বিচার চালায়। এইভাবে, তাদের বিবেক বা সৎ-সংবেদ তাদের উপর ঈশ্বরের সাধারণ প্রকাশের প্রভাবকে প্রকাশ করে থাকে।

এই শাস্ত্রাংশ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, তাদের বিবেক বা সৎ-সংবেদের উপর ঈশ্বরের সাধারণ প্রকাশের প্রভাবের ফলস্বরূপ, পরজাতিরা তাদের 'স্বভাব' অনুসারে ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাহ্যিক সমর্থন জানানোর ক্ষমতার অধিকারী। অবশ্যই এই বাহ্যিক সমর্থন ঈশ্বরের বিধানের প্রতি সেই বাধ্যতা নয়, যা বিশ্বাসীরা প্রদর্শন করে থাকে; কিন্তু এর দ্বারা এই সত্য নির্দেশিত হয় যে, ঈশ্বর তাঁর সাধারণ প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর প্রজা নয়, এমন লোকদের জীবনে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন।

রোমীয় ২:১৪-১৫ পদকে স্মরণ করে ডর্টের ক্যাননে *[The Canons of Dort (1618~1619)]* ঈশ্বরের সাধারণ প্রকাশের মাধ্যমে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই বিবৃতিতে *''সাধারণ প্রকাশের''* পরিবর্তে *''প্রকৃতির আলো''* পরিভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এর দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, এই আলো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান। এই অনুচ্ছেদ একদিকে যেমন এই কথাকে সমর্থন করে যে, নতুনজন্ম পায়নি, এমন ব্যক্তিরা পর্যন্ত ''উত্তমকর্ম এবং বাহ্যিক শৃঙ্খলা'' সাধনে সক্ষম; এবং অন্যদিকে এ-ও বলে যে, এমন আচরণের মধ্যে আধ্যাত্মিক অপর্যাপ্ততা এবং পাপী মানুষের দ্বারা প্রকৃতির এই আলোর বিকৃতি বা দূষণ ঘটেছে:

> পাপে পতিত হবার পর মানুষের মধ্যে নিশ্চিতভাবে প্রকৃতির কিছু আলো *[a certain light of nature]* অবশিষ্ট আছে, যার মাধ্যমে সে ঈশ্বর বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, সমাদারের ও লজ্জ্যার পার্থক্য বিষয়ক কিছু ধারণা নিজের মধ্যে অব্যাহত রেখেছে; এবং উত্তম কাজ ও বাহ্যিক শৃঙ্খলার জন্য এক প্রকার উৎসাহ প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির এই আলো ঈশ্বরের উদ্ধারকারী জ্ঞান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, এবং তা তাকে ঈশ্বরের প্রতি মনপরিবর্তন করাতে পারে না; কেবল তাই নয়, সে একে বিভিন্ন স্বভাবগত ও প্রশাসনিক বিষয়ে সঠিক ভাবে ব্যবহারও করতে পারে না। পরিবর্তে, সে নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, বিভিন্ন পথে একে সম্পূর্ণ ভাবে দূষিত করে, এবং অধার্মিকতা দিয়ে চেপে রাখে। আর এইভাবে এই কাজের দ্বারা সে নিজেকে ঈশ্বরের সামনে অজুহাতবিহীন করে থাকে। *[The Canons of Dort, III-IV.4]*

খ। প্রশাসনিক ব্যবস্থা

আরও একটি উপায়ের দ্বারা ঈশ্বর মানুষের জীবনে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। আর সেই উপায়টি হল মানুষের তৈরী প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের জন্য শাস্তি প্রদান। এই সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা হল আইন, আচরণ বিধি, এবং দমনমূলক পদক্ষেপের প্রয়োগ। এ বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

গ। সামাজিক সম্পর্ক

জি. সি. বেরক্যুয়ার মানুষের সমাজে পাপকে নিয়ন্ত্রিত করার তৃতীয় উপায়ের কথা বলেছেন। ওলন্দাজ ভাষায় তিনি যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তা হল *'mede-menselikheid'*। এই পরিভাষার অনুবাদ করা খুবই কঠিন; তথাপি এর আক্ষরিক অনুবাদ হল, ''সহ-মনুষ্যত্ব;'' কিন্তু বুঝবার সুবিধার জন্য একে **''সামাজিক সম্পর্ক''** বলা যেতে পারে। এর দ্বারা বেরক্যুয়ার যে কথা বলতে চেয়েছেন, তা হল, মানুষ যেহেতু কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে তার অস্তিত্ব রক্ষা করেনি, কিন্তু সর্বদা অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে, সেইহেতু এই সম্পর্কের দ্বারা তার পাপ নিয়ন্ত্রিত

হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা অনেক সময় কোনও অপরাধমূলক কাজ করতে তাগিদ অনুভব করলেও, তা থেকে বিরত হই, যখন স্মরণ করি যে আমি একজনের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ এবং সে আমার এই অপরাধমূলক কাজের দ্বারা কষ্ট পাবে। আবার অনেক সময় আমরা এমন চিন্তাও করি যে, আমাদের আপরাধমূলক কাজের ফলস্বরূপ আমাদের সন্তানরা কষ্ট পাবে, কিংবা আমাদের পিতা-মাতার অসম্মান হবে। আবার আমরা অনেক সময় পাপ থেকে বিরত হই, কারণ আমাদের এমন অনেক প্রতিবেশি ও সহকর্মী আছে, যারা কাছ থেকে আমাদের আচরণ দেখে, এবং আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে আমাদের যে সুনাম আছে, আমরা তা রক্ষা করতে চাই। আবার মন্দ কাজ থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করি যেহেতু আমাদের সেই সমস্ত বন্ধু আছে, যারা আমাদের সেই সমস্ত মন্দ কাজের জন্য গভীর আঘাত পাবে। তথাপি, বেরকুয়ার আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, আমাদের এই সামাজিক সম্পর্ক আমাদেরকে পাপ থেকে সর্বদা দূরে রাখে না, যেহেতু আমরা যে সমাজে বাস করি, তা সামগ্রিক ভাবে এতখানি দূষিত হতে পারে যে, তা আমাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জার্মানীর লোকদের কথা চিন্তা করতে পারি, যারা নাৎসী যুদ্ধের সময় মৃত্যু ও ধ্বংসলীলার শয়তানের কাজে অন্ধ হয়ে তাদের নেতা হিটলারের অনুসরণ করেছিল।

সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদের মূল্য

অন্যান্য যে কোনও মতবাদের মতো সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদেরও কখনও কখনও অপব্যবহার হতে পারে। সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদে বিশ্বাস পৃথিবী ও জীবন সম্বন্ধে খ্রীস্টীয় দৃষ্টিকোন *[Christian world-and-life view]* এবং ঐ বিষয়ে অখ্রীস্টীয় দৃষ্টিকোনের বৈপরীত্বকে হালকা করার অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে; কিংবা প্রশ্নাতীত জাগতিক আচরণের অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদ মানুষের পাপে পতনের শিক্ষাকে নরম করার পথে এবং নতুনজন্মের চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তাকে লঘু করতে পথে পরিচালনা দিতে পারে।

এই সমস্ত অপব্যবহার সত্ত্বেও (যেগুলির বিষয় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের খ্রীস্টীয় রিফর্মড্ মণ্ডলীর সিনোডে সতর্ক করা হয়েছে), সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদের মহান তাৎপর্য এবং মূল্য আছে। এই মতবাদ যে সমস্ত তাৎপর্যের অধিকারী, সেগুলি হল:

১। সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদ পাপের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার উপর জোর দেয়। আমরা যখন এই মতবাদকে সঠিক অর্থে উপলব্ধি করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, এই মতবাদ সংস্কৃতিকে খ্রীস্টীয় ও অখ্রীস্টীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখার পার্থক্যকে, কিংবা পাপে পতিত মানুষের **ব্যাপক অধোগতিকে** অস্বীকার করে না। এই মতবাদ ''নিরপেক্ষ অঞ্চলের'' মতো কোনও বিষয়কে তৈরী করতে ইচ্ছা করে না, যেখানে খ্রীস্টীয় স্বাতন্ত্র্যকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান ও কলার গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ অনুগ্রহ সম্বন্ধে ক্যালভিনের চিন্তা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, পাপে পতিত মানুষের অধোগতিকে স্বীকার করতে গিয়েই এই মতবাদ জন্ম লাভ করেছিল।

২। সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদ স্বীকার করে যে, যারা নতুনজন্ম পায়নি, এমন লোকদের মধ্যে আমরা যে সমস্ত দান বা প্রতীভা দেখতে পাই, সেগুলি ঈশ্বরেরই দেওয়া দান বা প্রতিভা। ক্যালভিনের কথা মতো, এই মতবাদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নতুনজন্ম পায়নি, এমন দার্শনিকদের দ্বারা উচ্চারিত বিভিন্ন সত্যকে *[truths]* যদিও আমরা মূল্য দেতে পারি, তথাপি আমরা এ-ও স্বীকার করি যে, খ্রীস্টে যে সত্য *[truth]* বর্তমান, তা তারা জানে না। অতএব, অবিশ্বাসীদের দ্বারা যে সমস্ত মহান সাহিত্য রচিত হয়েছে, খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা তাদের থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি; তথাপি আমরা তাদের অঙ্গীকারে কখনও অংশগ্রহণ করতে পারি না। অবিশ্বাসীদের দ্বারা যে সমস্ত শিল্প, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, এবং সঙ্গীত তৈরী হয়েছে, বিশ্বাসী আমরা তাদের মূল্য দিতে পারি, কারণ ঈশ্বরই তাদের সেই সমস্ত দান বা প্রতিভা দিয়েছেন। অতএব, আমরা অবিশ্বাসীদের দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারি, যেন তাদের মাধ্যমে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন– তথাপি ঈশ্বরের এই প্রশংসা এই সমস্ত শিল্পীর সৎসংবেদের অংশ ছিল না।

৩। সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদ মানুষের পাপে পতিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্ভাবনার কারণকে নির্দেশ করতে সাহায্য করে। এর আগে যেমন বলা হয়েছে, ঈশ্বর যদি অবিশ্বাসীদের জীবনে পাপকে নিয়ন্ত্রিত না করতেন, এই পৃথিবী নরকে পরিণত হত। কিন্তু সাধারণ অনুগ্রহের কারণে, এবং এই অনুগ্রহের দ্বারা পাপকে নিয়ন্ত্রিত করার কারণে, এই পৃথিবীতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়েছে। কার্যত, দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, অতীত ও বর্তমানের সভ্যতা মানুষের সংস্কৃতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্থায়ী অবদান রেখেছে।

এই পৃথিবীকে সুন্দর করতে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের চেষ্টা: আমাদের জন্য সাধারণ অনুগ্রহের মতবাদের একটি অন্যতম প্রধান নিহিত অর্থ হল, আমাদের উচিৎ আমরা যেন ক্রমশ উত্তমতর পৃথিবীর জন্য কাজ করি ও প্রার্থনা করি। অনেক ইভ্যানজেলিক্যাল খ্রীস্টবিশ্বাসীর মনোভাবকে দেখে মনে হয় যে, **"এই পৃথিবী এখন দিয়াবলের হাতের মধ্যে অবস্থান করছে; তাই, আসুন, সম্পূর্ণ ক্ষতি জ্ঞান করে একে আমরা বাতিল করে দিই। রং করে কী লাভ, যখন জাহাজ ডুবে যাচ্ছে? মেঝে পরিষ্কার করে কী লাভ, যখন বন্যার জলের স্তর উপরে উঠছে? জগৎ খুবই মন্দ, এবং পরিস্থিতি আরও মন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে; তাই আসুন, আমরা একে ভুলে যাই এবং সুসমাচারপ্রচারে মনোযোগ দিই।"** *[এটি হল* যুগবাদী প্রাক-সহস্রাব্দবাদের পরিশেষতত্ত্বে বিশ্বাসীদের সাধারণ মনোভাব। তারা এই শিক্ষা দেয় যে, খ্রীস্ট যখন পুনরায় আসবেন, খ্রীস্টের সঙ্গে সমস্ত বিশ্বাসী স্বর্গে মিলিত হবে, এবং তার দ্বারা জগতের মাটিতে যে মহাক্লেশের সময় শুরু হতে চলেছে, তাকে তারা এড়াবে। এই দৃষ্টিকোনের ভিত্তিতে, উত্তমতর পৃথিবী গড়ার মধ্যে কোনও লাভ নেই, যেহেতু জগৎ মন্দ হতে বাধ্য এবং যেহেতু তা সত্যি-সত্যি মন্দ হবার পূর্বে এর থেকে বিশ্বাসীদের পৃথক করা হবে।*]*। বর্তমান পৃথিবী সম্বন্ধে এমন মনোভাব কখনও সঠিক বাইবেল ভিত্তিক মনোভাবকে প্রতিফলিত করে না।

এই পৃথিবী এখনও ঈশ্বরেরই পৃথিবী। তিনি একে সৃষ্টি করেছেন, রক্ষা করে চলেছেন, এবং একে এমন ভাবে পরিচালিত করে চলেছেন যে, পাপ কিছু মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে; আর তাই এখনও সভ্যতার বিকাশ সম্ভব, এবং মানুষের সংস্কৃতি তাৎপর্যপূর্ণ।

আর তাই আমাদের উচিৎ, বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা– এর রাজনীতি, এর অর্থনীতি, এর জীবন, এবং এর সংস্কৃতি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, আমরা নতুন-পৃথিবীর এই প্রান্তে বর্তমান পৃথিবীকে সম্পূর্ণ খ্রীস্টীয় বিশ্ব হিসাবে দেখতে চাই, না তা নয়। কিন্তু এখন ও এখানে উত্তমতর পৃথিবীর জন্য আমাদের ক্রমশ কাজ করা উচিৎ। তার জন্য আমাদের উচিৎ শিক্ষা ও গ্রন্থাদির বিভিন্ন সংস্থানকে *[resource]* ব্যবহার করা। বিধানসভা ও লোকসভায় খ্রীস্টবিশ্বাসী সদস্য-সদস্যা, খ্রীস্টবিশ্বাসী বিচারপতি কিংবা মহকুমা শাসকদের উপস্থিতি ও কাজের মাধ্যমে; ভোট, আবেদন, মতপ্রকাশের মাধ্যমে; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের সক্রিয় হতে হবে। পৃথিবীর বুকে কষ্টভোগকারী ও ক্ষুধার্তদের ব্যাথা দূর করতে, অত্যাচারিতদের ন্যায়বিচার দিতে আমাদের ক্রমশ চেষ্টা চালাতে হবে। পারমানবিক অস্ত্রের জ্ঞানশূন্য লড়াইয়ের বিরোধিতা করতে হবে; এবং বিশ্ব-শান্তির জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। দরিদ্রতার দ্বারা উৎপন্ন ক্রীতদাসত্ব ও বস্তির মানুষদের অমানুষিক যন্ত্রণা দূর করতে আমাদের ক্রমশ চেষ্টা চালাতে হবে। সমস্ত ধরণের জাতিভেদ বা বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আমাদের ধারাবাহিক ভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।

শাস্ত্রের সংস্কারপন্থী উপলব্ধি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের জীবনের সমস্ত দিককে খ্রীস্টের প্রতি বাধ্যতায় আনতে হবে। এর অর্থ, খ্রীস্টীয় মিশনকাজ একাধারে সেবা ও বাক্যের পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত হবে। এর অর্থ, মণ্ডলী কেবল আধ্যাত্মিক সমস্যার বিষয় নয়, কিন্তু জাগতিক প্রয়োজনের বিষয়ও চিন্তা করবে– একাধারে স্থানীয় ও দূরবর্তী মানুষদের জন্য। এর অর্থ, ক্রমশ বৃদ্ধিমান খ্রীস্টীয় সংস্কৃতি গড়ার কাজে আমাদের প্রত্যেকের অবদান থাকা প্রয়োজন: খ্রীস্টীয় কলা, সাহিত্য, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে। এর অর্থ, আমাদের সন্তান এবং যুবক-যুবতীদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিৎ যে, তারা যেন তাদের জীবনের সমস্ত দিককে ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে দেখে।

এই সমস্ত বিষয় ঈশতত্ত্বের সেই বিভাগের সঙ্গে জড়িত, যা পরিশেষতত্ত্ব (শেষের বিষয়ের ঈশতত্ত্ব) *[eschatology]* নামে পরিচিত। খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের ভবিষ্যতের মধ্যে নতুন-পৃথিবী অন্তর্গত, যেখানে ধার্মিকতা বিরাজ করবে (যিশাইয় ৬৫:১৭-২৫; ২পিতর ৩:১৩; প্রকাশিত বাক্য ২১:১-৪)। এই নতুন-পৃথিবী বর্তমান পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে না; বর্তমান পৃথিবীই নতুনীকৃত ও প্রতাপান্বিত হবে, যেখানে পাপের কোনও পরিণাম থাকবে না। রোমীয় ৮:১৯:২১ পদে পৌল এই বিষয় নির্দেশ করেছেন:

> ***কারণ সৃষ্টির ঐকান্তিক প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্রদের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করছে। কারণ সৃষ্টি অসারতার বশীকৃত হল, স্ব-ইচ্ছায় যে হল, তা নয়, কিন্তু বশীকর্তার জন্য; এই প্রত্যাশ্যায় হল যে, সৃষ্টি নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতাপের স্বাধীনতা পাবে।***

এখানে পৌলের কথানুসারে, নতুন-পৃথিবী এমন পৃথিবী হবে না, যার সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর কোনও ধারাবাহিকতা থাকবে না; পরিবর্তে, তা হবে বর্তমান ক্ষয়, দূষণ ও পাপের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পুরাতন পৃথিবীর নতুন আকার। অন্য ভাষায় বলা যায়, বর্তমান ও নতুন পৃথিবীর মধ্যে একাধারে ধারাবাহিকতা *[continuity]* ও বিচ্ছিন্নতা *[discontinuity]* থাকবে। এর অর্থ, এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন ও কাজ আগামী নতুন-পৃথিবীতে স্থায়ী তাৎপর্য বহন করবে।

প্রকাশিত বাক্য ২১:২৪ এবং ২৬ পদানুসারে, নতুন-পৃথিবীতে যে পবিত্র নগর থাকবে, সেখানে ***"জাতিসমূহের প্রতাপ***

ও ঐশ্বর্য'' আনীত হবে। এই কথার অর্থ, বর্তমান পৃথিবীর জীবনে প্রত্যেক জাতির অদ্বিতীয় অবদান কোনও না কোনও ভাবে নতুন-পৃথিবীর জীবনকে সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু তা কীভাবে সাধিত হবে, তা আমরা জানি না। কিন্তু এই বিবৃতি ও প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৩ পদের (যারা খ্রীস্টে মরে, তাদের কাজ তাদের অনুসরণ করবে) ভিত্তিতে এই কথা বলা যায় যে, এই পৃথিবীতে যে সমস্ত বিষয় সাধন করা হয়েছে এবং নতুন-পৃথিবীতে আগামী যে সমস্ত বিষয় আসতে চলেছে, তাদের মধ্যে এক ধরণের ধারাবাহিকতা থাকবে। জিন ড্যানিলু *[Jean Danielou]* বিষয়টিকে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন:

> পৃথিবীর মাটিতে নিজেদেরকে আমরা যে ভাবে তৈরী করব, আমাদের প্রত্যেকে অনন্তকাল ধরে তাই থাকব। একইভাবে, নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী হবে এই পৃথিবীর রূপান্তর, যেমন মানুষের বিভিন্ন কাজ তা গঠন করতে অবদান রাখবে। এই অর্থে, পৃথিবীর ইতিহাস হিসাবে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পরিত্রাণের ইতিহাসের সম্পূর্ণ পরিধির মধ্যে প্রবেশ করবে। *[*"The Conception of History in the Christian Tradition," in *the Journal of Religion* 30, no 3 (July 1950): 176.*]*

রিচার্ড মু *[Richard Mouw]* একই ধরণের কথা বলেছেন:

> পবিত্র নগরী (অর্থাৎ প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ের নতুন জেরুশালেম) বর্তমান পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবে না। বাইবেলে আমরা এই নগরের যে সামান্য বর্ণনা পাই, তাকে ভিত্তি করে আমরা যে যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে পারি, তা হল, তার বিষয়বস্তু আমাদের ন্যায় লোকদের থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত হবে না। বাস্তবিক, আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখেই সেই নগরের বিষয়বস্তু থাকবে; পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আমরা সাধারণত যে সমস্ত আলোচনা করে থাকি, তার অনুকরণে হবে না। *[When the Kings Come Marching In* (Grand Rapids Eerdmans, 1983), pp. 6-7.*]*

বর্তমান পৃথিবী ও নতুন-পৃথিবীর পবিত্র নগরীর মধ্যে এই ধারাবহিকতার ভিত্তিতে রিচার্ড মু তার পাঠকদের তাদের সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে আবেদন করেছেন; কারণ এর দ্বারাই তারা নতুন-পৃথিবীতে তাদের সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে, যা তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এক দিন পাপকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজ সম্পূর্ণ হবে। সেই দিনের প্রতি আমরা বিশ্বাসে ও আশায় তাকিয়ে আছি।